বৃহত্তম সংযুক্ত বাংলাদেশ

*

স্বপ্ন সমস্যা সম্ভাবনা

অর্ণব

'বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে' শীর্ষক আমার নিবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় অভিজিতবাবু ক্ষুব্ধ হয়ে ঝড় তুলেছেন। সেই ঝড়ে চাপা পড়ে গেল, মুক্ত-মনায় প্রকাশিত ঐ একই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় মহিউদ্দিন আনোয়ার, আকবর হুসেন সাহেব (নামগুলি ইংরাজিতে ছিল, বাংলায় বানানগুলি ঠিক লিখলাম কিনা জানাবেন)। যাঁরা পুনরায় যুক্তবঙ্গের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ, তাঁরা আমার ছোটবেলার একটা বালখিল্যতার স্মৃতি জাগরুক করে দিলেন। স্কুলে ভূগোলে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কে পড়তে গিয়ে প্রথম বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, নদনদী, নগর, বাণিয্য ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচয় হয়। ইতিহাসে পড়তাম যুক্তবঙ্গের স্মৃতিকথা। স্বপ্ন দেখতাম পুনরায় যুক্ত হবে দুই বাংলা। তার সাথে যুক্ত হবে ত্রিপুরা ও বরাকের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিও। তৈরী হবে বৃহত্তম বাংলাদেশ।

১

আমার প্রবন্ধের প্রথম উত্তর দেন শ্রী সুখময় বেন। সুখময়বাবু বলছিলেন, Isn't the name of the country, Bangladesh, as inappropriate as its national anthem?... Today's Bangladesh is only a part of what Najrul Islam meant when he wrote "Namoh Namoh Namoh, Bangla Desh Mamo."

সত্যি কথাটা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য শেক্সপীয়র ভরসা - নামে কিবা আসে যায়? বাংলাকে যে নামেই ডাকো, তার মুখে মাছ ভাত ছাড়া আর কিছু রুচবে না।

মহিউদ্দিন সাহেব বললেন - If both Bengals become united again and make new land for all Bengali speaking
people than I believe the success of Bangladesh's national anthem will be achieved. But that possibility is remote now. We only can dream of United Bengal
as an independent, secular, powerful, prosperous, developed nation on Earth. If both Germans, Yemenis can be united , Koreans and Bangalis can be united
too.

দাঁড়ান ভাই, একটু স্বপ্ন দেখতে দিন আবার। স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, শক্তিশালী, উন্নয়নশীল ও উন্নত জাতি। ইনশাল্লাহ্!

ইউনাইটেড স্টেটস অব বাংলাদেশ। স্টেটগুলি হল পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বরাক (আরো ভাঙা যেতে পারে জনসংখ্যার নিরিখে)।

উপরের ছবিটির মত। আপনাদের কথা শুনে আমি স্বহস্তে বানিয়েছি ছবিটি, বিবিসি থেকে প্রাপ্ত ম্যাপের সাহায্যে।

স্বপ্নের দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন এক মহাপুরুষকে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি এই সংযোগে নেতৃত্ব দেবেন।

২

কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রথমতঃ আমাদের গণ্যমাণ্য নেতৃবর্গ কি এ প্রক্রিয়ায় মত দেবেন। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ মনে প্রাণে ভারত-মনস্ক। এঁর নেতৃবর্গ বারতের মত বিশাল দেশের শাসনতন্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখবেন। কারণ ভারত সরকার ভারতকে মনে করে দাদা রাষ্ট্র। তাই ছোট ছোট দেশগুলির উপর ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ানোর এমন সুযোগ নষ্ট হবে প্রণব মুখোপাধ্যায়দের। তার উপর ভারতের শিশুর আকৈশোর শিখে আসছে বেগম রোকেয়ার মহাবাক্য 'আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী খৃষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি - আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী - তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।' (সূত্রঃ প্রথম বাঙালি নারীবাদী বেগম রোকেয়া, গোলাম মুরশিদ, মুক্ত-মনা) আর আনোয়ার সাহেব কিনা স্বাধীন বঙ্গদেশের স্বপ্ন দেখছেন! শিবসেনা আপনার মন্তব্য জানলে মুম্বইস্থ বাঙালিদের কি দুর্দশায় ফেলবেন ভেবে দেখেছেন?

তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে চরম সহায়তা করেছিল বাংলাভাষার অপমান। ভারতে বাংলা জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। বাঙালি ভাষার মানরক্ষার্থে যা যা করতে চেয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় সরকারি ভাষা, জাতীয় সংসদে বাংলায় বক্তৃতার প্রচলন, ইত্যাদি সবই মেনে নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির সার্থটিকে বিবেচনা না করেই যদি পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত নেয় সেটা কি হঠকারিতা হবে না?

আর বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার তো প্রশ্নই নেই। সাধারণ ধর্মপ্রিয় বাংলাদেশিরা মসজিদে উলুধ্বনি শোনার আতঙ্কে বিদ্রোহ করবেন। (অবশ্য জানি না, ভারতের কোন মসজিদে উলুধ্বনি শোনা যায়!)

বড় প্রশ্ন, বাংলাদেশ সংযুক্ত হলে তার স্বরূপটি কি হবে? এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। সে কি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপথ ধরে ভারতের অঙ্গরাজ্য হবে না শেখ মুজিবের পথে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে।

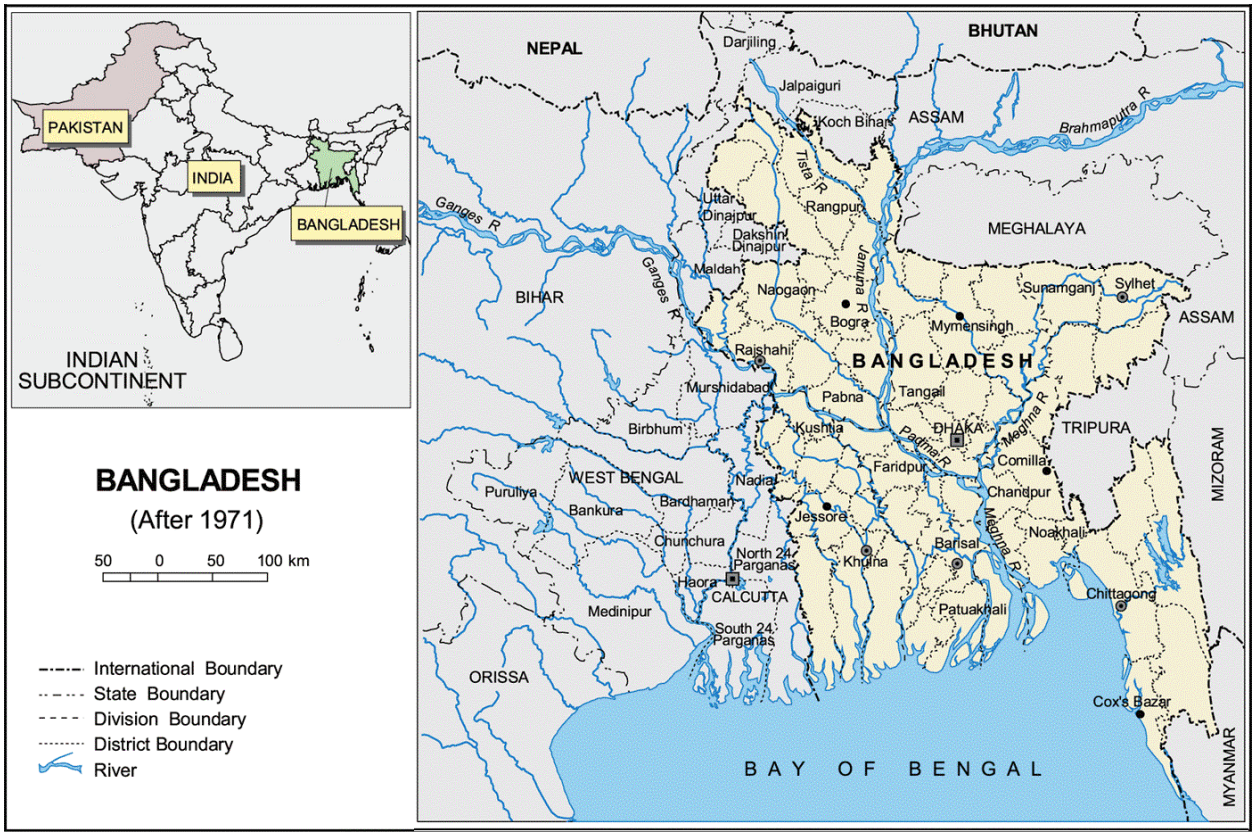

আজকের বাস্তবতা

স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিপ্লববাবু ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন। বৃহত্তর বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি কিছু ভেবে থাকলে জানাবেন।

তায় 'আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে'। আমাদের ভাষাভঙ্গিমা, ক্যালেন্ডার, রাজনীতি, সমাজ, এমনকি গঙ্গার জলও। (অবশ্য তা নিয়ে অনেক ঝগড়া। কথাতেই যে আছে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না) এখন আমরা নিজেরা কতটা এক রয়েছি সেটাও ভাবার।

তার উপর যে মহাপুরুষের কথা কল্পনা করা হয়েছে, যিনি যুক্তবঙ্গের নেতৃত্ব দেবেন, তাঁরও অনেক সমস্যা। তিনি কি রবীন্দ্রপন্থী হবেন, না মুজিবপন্থী হবেন। অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক নিয়তির প্রশ্ন - ভারতের অঙ্গরাজ্য না স্বাধীন রাষ্ট্র।

ধর্মের সমস্যা তো ছেড়েই দিলাম। সেটা সর্বজনবিদিত। তায় মুসলমানদের (দুই বাংলায়) জন্মহার এত বেশি আর হিন্দুদের (পশ্চিমবঙ্গে) এত নিয়ন্ত্রিত, যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ভয়েই বঙ্গরাষ্ট্রের পক্ষে মত দেবে না।

৩

প্রবন্ধের শিরোনামে ছিল স্বপ্ন সমস্যা সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার কথায় আসি। পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। ধরা গেল বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়েছে। ভারতে না স্বাধীন ভাবে সে দিকে এখনই তাকাবার দরকার নেই। ধরা যাক এক হয়েই গেছে। বার্লিনের পাঁচিলের মত ভেঙে পড়েছে আমাদের বাউন্ডারি কাঁটাতার। তখন অন্য সমস্যা পেরিয়ে সমাধানে কতটা আসা যাবে সেটা দেখার।

বলছিলাম আমাদের বঙ্গজননীর ভাগের মা'র দশা। অভিজিতবাবুকে জবাবি পত্রে লিখেছি, আশার কথা সহজ যোগাযোগের যুগে আমাদের মধ্যেকার যেসব দুরত্ব সেগুলোও দূরীভূত হবে। এপারের বাঙালিদের ওপার বাংলা সম্পর্কে উন্নাসিকতাও কেটে যাবে যুগের নিয়মে। আর এপার ওপারের আদান প্রদান বাড়লে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে ভাবগত দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হবে। তখন বাংলাদেশের সাধারণ ঘটনা, অঞ্চলনাম, রাষ্ট্রনৈতিক যন্ত্রপাতির নাম বা সমাজব্যবস্থাটা আমাদের কাছে এতটাই সুপরিচিত হয়ে যাবে যে, ওখানকার ব্যবস্থাটা আত্মস্থ করতে আমাদের খুব বেগ পেতে হবে না, যেমনটা এখন হয়। ফলে ওপার এপার অনেকটাই এক হতে পারবে।

ধর্মের সমস্যা সমাধানের উপায়, আছে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদীদের আবির্ভাব ঘটেছে। ১০০ বছর পরে দুই বাংলায় ধর্ম সমস্যা তাঁদের সাফল্যে অবশ্যই মিটবে বলে আশা করতে পারি। অন্তত বাঙালি হিন্দুদের গত ১৫০ বছরের ইতিহাস অভিজ্ঞতা তাই বলে।

মহাপুরুষকে রবীন্দ্র-মুজিবের অনেক উপরে উঠতে হবে। ইতিহাস একদিন এঁদেরও কালিদাস-আকবরের পর্যায়ে ফেলে দেবে। সেদিন যদি নূতন আদর্শের প্রয়োজন হয় তো সেটাই হবে। বঙ্গ-সংযোগের একমাত্র ভরসা। তার আগে, আসুন সুখশয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখি...

অভিজিতবাবুর মতে বড্ড সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছি আমি। হয়ত তিনি ঠিক। ভারতীয়ত্ব আমার বাংলাকেও ভাগ করে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশও বড় সংকীর্ণ। অভারতীয়ত্বের নিরিখে। তাই আমাদের দিয়ে হবে না। আসুন শুধু সুখশয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখি... ওই মহামানব আসে...

১৩ বৈশাখ, ১৪১৩
বেহালা, কলকাতা

পুণশ্চ ঃ অভিজিতবাবু যদি প্রশ্ন করেন, সোনার বাংলাকে স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত করা যাবে কিনা, তাহলে বলব, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই আমাদের স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রে যেতে হবে। কারণ বাঙালি হলেও রবীন্দ্রনাথ পড়ে থাকবেন ভারতে।

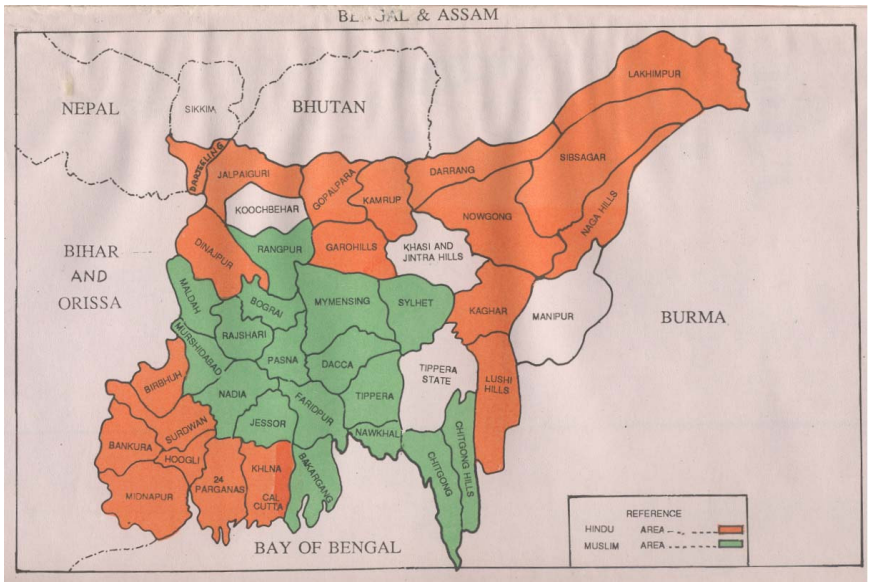
BENGAL & ASSAM
NEPAL
SIKKIM
BHUTAN
BIHAR AND ORISSA
BURMA
BAY OF BENGAL
DARJEELING
JALPAIGURI
KOOCHBEHAR
GOPALPARA
KAMRUP
DARRANG
LAKHIMPUR
SIBSAGAR
NOWGONG
NAGA HILLS
DINAJPUR
RANGPUR
GAROHILLS
KHASI AND JINTRA HILLS
MALDAH
BOGRAI
MYMENSING
SYLHET
KAGHAR
MANIPUR
MURSHIDABAD
RAJSHARI
PASNA
DACCA
TIPPERA STATE
LUSHI HILLS
BIRBHUM
NADIA
FARIDPUR
TIPPERA
SURDWAN
JESSOR
NAWKHALI
CHITTOONG HILLS
BANKURA
HOOGLI
BAKARGANJ
CHITTOONG
24 PARGANAS
KHLNA
MIDNAPUR
CAL CUTTA
REFERENCE
HINDU AREA
MUSLIM AREA

ইতিহাস